সংবাদ

তারিখ : 15 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

২০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে মোট ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসহ সারা দেশের ২ হাজার ১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'। গত ১৩ আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব ল্যাবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বলেন, 'এই ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল দেশ। তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে আমাদের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ডিজিটাল সেন্টারের মতো শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবগুলোও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি আইসিটি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে প্রতি বছর ১০ লাখ শিক্ষার্থী আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের আইসিটি ক্ষেত্রে সামর্থ্য বাড়ানো ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এসব ল্যাব। প্রতিটি ল্যাব মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সাইবার সেন্টার ও ট্রেনিং ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এখানে শিক্ষার্থী ছাড়াও আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। ২০ জন শিক্ষার্থী বসার মতো ল্যাবকক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অন্যদিকে ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবগুলোতে আছে ৯টি ভাষা শেখার সুযোগ। এগুলো হচ্ছে- ইংরেজি, চীনা, কোরিয়ান, জাপানিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, আরবি ও রুশ। প্রতিটি ল্যাবে আইটি সরঞ্জামের মধ্যে আছে ১৭টি কম্পিউটার, একটি লেজার প্রিন্টার, একটি স্ক্যানার, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (স্ক্রিনসহ), দ্রুত গতির ইন্টারনেটের জন্য থাকবে থ্রি-জি রাউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবগুলোতে বাড়তি হিসেবে আছে ভাষা প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার ও কনটেন্ট এবং হেড ফোন। ডিজিটাল ল্যাবগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য (এমপি), জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও, পৌর কাউন্সিলর, উপজেলায় নিয়োজিত আইসিটি অধিদফতরের সহকারী প্রোগ্রামার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি। উল্লেখ্য, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের 'শেখ রাসেল কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ২৯৮ কোটি ৯৮ লাখ। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে উদ্বৃত্ত থেকে যায় ৮২ কোটি টাকা। এই উদ্বৃত্ত টাকাতেই হচ্ছে আরও ৯০০ ডিজিটাল ল্যাব ও ক্লাসরুম।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, একটি প্রকল্পের অর্থ যথাযথ ব্যয় করে তা হতে উদ্বৃত্ত অর্থে ওই প্রকল্পের কাজ আরও ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে বাস্তবায়ন করা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে অনন্য উদাহরণ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।